দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 OCT 2007

ইনকিলাব : দীর্ঘ ৬২ দিন অনির্ধারিত বন্ধের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হলে শিক্ষার্থীরা গতকাল থেকে হলে ফিরতে শুরু করেছে

৬২ দিন অনির্ধারিত বন্ধের পর ঢাবি'র হলগুলো খুলেছে

২৮ অক্টোবর থেকে ক্লাস

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : দীর্ঘ ৬২ দিন অনির্ধারিত বন্ধের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো গতকাল (মঙ্গলবার) খুলেছে। ২৮ অক্টোবর থেকে ক্লাস শুরুর মধ্য দিয়ে আবার প্রাণচাঞ্চল্য হয়ে উঠবে ক্যাম্পাস। খোলার প্রথম দিনে কাল হলে ফেরা ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী ১৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রথম দিনে হলে ফিরেছে। তবে ক্লাস শুরুর আগেই শিক্ষার্থীরা হলে ফিরবেন বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সরব উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। দলবদ্ধভাবে ক্যাম্পাসে শোডাউন করেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। তবে ক্যাম্পাসে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল স্বাভাবিক। এদিকে বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরুর আগে পৃঃ ১১ঃ কঃ ৬

ঢাবি'র হলগুলো খুলেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আটককৃত ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করেছেন।

ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় বন্ধ ঘোষণার পর আবাসিক হল খুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে একযোগে ১৭টি আবাসিক হল খুলে দেয়া হয়। খোলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা হলে ফিরতে শুরু করে। তবে এ সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচয়পত্র দেখে শিক্ষার্থীদের হলে প্রবেশ করতে হয়। বহিরাগত বা এক হলের কোনো শিক্ষার্থীকে অন্য হলে ঢুকতে দেয়া হয়নি। হলের আবাসিক শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হল গেটে বসে বিষয়টি তদারক করেন। দীর্ঘদিন পর হলে ফেরা বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্র শেখ খালিদ হোসেন জানান, হল খুলেছে, অনেক ভালো লাগছে। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাভাবিক গতিতে চলুক। রোকেয়া হলের ছাত্রী হাবিবুন নাহার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখন আমাদের প্রত্যাশা হলো নিয়মিত এবং বেশী বেশী ক্লাস নিয়ে সিলেবাস শেষ করা। যাতে সেশনজট কমানো যায়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ সবগুলো হল পরিদর্শন করেছেন। সকালে মহসীন, সূর্যসেন, জিয়া, বঙ্গবন্ধু, জসীমউদ্দীন- এ পাঁচটি হল পরিদর্শন করেন তিনি। এ সময় হলে ফেরা ছাত্রদের খোঁজ-খবর নেন তিনি। এরপর দুপুরে জহুরুল হক, এস এম হল পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় চারটি ছাত্রী হলসহ বাকি হলগুলো পরিদর্শন করেন তিনি। হল খোলার ব্যাপারে তিনি বলেন, ছাত্র-শিক্ষক সবাই চায় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসুক। ক্লাস-পরীক্ষা নিয়মিত হোক। আমি আশা করছি, তা সুষ্ঠুভাবে শুরু হবে। শিক্ষকদের মুক্তির প্রশ্নে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা এবং শিক্ষকদের মুক্তি- দুটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসছে এটা ইতিবাচক দিক। আর শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়টি নিয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনা চলছে, আমরা আশা করছি সরকা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। হল খোলার দিন গতকাল জসীমউদ্দীন হল ছাড়া সবগুলো হল ক্যান্টিন খুলে দেয়া হয়। আগামী দু-একদিনের মধ্যে হল মেসগুলোও চালু হবে বলে জানা গেছে। এদিকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন হলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তিন হাজারের মতো শিক্ষার্থী কাল হলে ফিরেছে।

এদিকে হল খোলার প্রথম দিনে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের পদচারণা বেড়েছে। তবে ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মধুর ক্যান্টিনে অবস্থান নেয় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। অন্যদিকে ছাত্র ইউনিয়নসহ বাম সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও ছিল তৎপর। মধুর ক্যান্টিন ছাড়াও হাকিম চত্বর, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনেও ছিল ছাত্রনেতাদের সরব উপস্থিতি। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জমির উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, অনেক দিন পর হল খোলায় ভালো লাগছে। বিভিন্ন হলে আমাদের নেতা-কর্মীরা উঠেছে। কোনো সমস্যা হয়নি। আশা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরুর আগেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মুক্তি দাবী করেছে বিভিন্ন সংগঠন। পৃথক পৃথক বিবৃতিতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, গ্রেফতারকৃত শিক্ষক ও ছাত্রদের জেলে রেখে শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা অসম্ভব। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি খন্দকার আলী আব্বাস ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এক বিবৃতিতে বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ খোলার আগেই ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষকসহ গ্রেফতারকৃত সব ছাত্রকে মুক্তি দেয়ার দাবী জানিয়েছে। এছাড়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, প্রগতিশীল ছাত্রজোট বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করেছেন।